নির্বাচন কমিশন
বাংলাদেশ
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

নথিঃ ১৭.০০.০০০০.০৪০.৩২.০০১.১৪.

তারিখঃ ২৯ জুলাই ২০১৫

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

একটি বেসরকারি সংস্থা এবং কোন কোন মহল হতে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি-২০১৫ এর সময় এবং হালনাগাদে যাদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদের বয়স নিয়ে ভিন্ন মত প্রকাশ করা হচ্ছে। যার প্রতি নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এবিষয়ে নির্বাচন কমিশন সকলের অবগতির জন্য স্পষ্ট করে জানাচ্ছে যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি অনুসরণ করেই ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কোনভাবেই অপ্রাপ্তবয়স্ক কারো ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা আইন ২০০৯ এর ১১ ধারা অনুযায়ী ভোটার তালিকা হালনাগাদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছে। এবার হালনাগাদে দুই বছরের অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। ১ জানুয়ারি ১৯৯৮ বা তার আগে যাদের জন্ম অর্থাৎ ০১ জানুয়ারি ২০১৬ যাদের বয়স ১৮ বা তার বেশি তাদের তথ্য সংগ্রহ করে সাদা কাগজে নিবন্ধনের জন্য স্লিপ দেয়া হচ্ছে। এদের তালিকাভুক্ত করে ২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করে দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। অন্যদিকে ০২ জানুয়ারি ১৯৯৮ থেকে ০১ জানুয়ারি ২০০০ যাদের জন্ম তাদের তথ্য সংগ্রহ করে নিবন্ধনের জন্য ভিন্ন রঙের তথ্য স্লিপ দেয়া হচ্ছে। এদের সংগৃহীত তথ্য পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হবে, যা কোন ক্রমেই মূল ডাটাবেজে বা ভোটার তালিকায় সংযোজনের কোন সুযোগ নাই।

অগ্রিম সংগৃহীত তথ্য যা পৃথকভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যাদের বয়স ১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে ১৮ বছর হবে, তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ২ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে খসড়া তালিকা প্রকাশ করে দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৩১ জানুয়ারি ২০১৭ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। অনুরূপভাবে যাদের বয়স ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ১৮ বছর হবে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে ২ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে খসড়া প্রকাশ করে দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। অর্থাৎ আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কেহই ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারবেন না।

সম্ভব হলে ১৮ বছরের নীচে যেসকল নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে তাদেরকে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদানের বিষয়টিও নির্বাচন কমিশনের বিবেচনায় রয়েছে।

দুই বছরের অগ্রীম তথ্য নেওয়ার কারণে আগামী দুই বছর আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে না। এতে একদিকে অর্থ সাশ্রয় হবে অন্যদিকে তথ্য সংগ্রহের কাজে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োজিত করতে হবে না। ফলে শিক্ষা কার্যক্রমে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না। অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করার ফলে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ে খসড়া প্রকাশ ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রণয়ন সহজ হবে।

আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রতিবছর ২ জানুয়ারি হতে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সে অনুযায়ী হালনাগাদ করে থাকে। হালনাগাদের প্রস্তুতিমূলক কাজ যথাঃ ফরম প্যাকেটসহ যাবতীয় মুদ্রণ সামগ্রী মুদ্রণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, মাঠপর্যায়ে প্রশিক্ষণ, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ, নিবন্ধন কেন্দ্রে ছবি তোলা, কম্পিউটারে আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে নিবন্ধন করা, কম্পিউটারে ডাটাএন্ট্রি করা এবং এর জন্য অর্থ বরাদ্দের কাজ পূর্বেই সম্পন্ন করতে হয়। এরপর, কেউ আগে ভোটার হয়েছেন কিনা তা Automated Finger Print Identification System [AFIS] এর মাধ্যমে ম্যাচিং করে মিলিয়ে দেখা হয়। উল্লেখ্য ইতঃপূর্বে ২০০৯, ২০১২ ও ২০১৪ সালে ভোটার তালিকা হালনাগাদের সময় একই পদ্ধতিতে তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধন করার পর আইন মোতাবেক পরবর্তী বছরের ০২ জানুয়ারি খসড়া প্রকাশ করা এবং খসড়া তালিকার উপর দাবী, আপত্তি নিষ্পত্তির পর ৩১ জানুয়ারিতে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়। এবারও একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। পুরো প্রক্রিয়ায় কোন আইনের ব্যত্যয় ঘটে না।

বর্ণিত অবস্থায়, কোন ধরণের ভুল ও অপব্যাখ্যা দিয়ে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও না ছড়ানোর জন্য নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

২৩/৭/১৫

এস এম আসাদুজ্জামান
পরিচালক (জনসংযোগ)
ফোনঃ ৯১৮০৮১২।